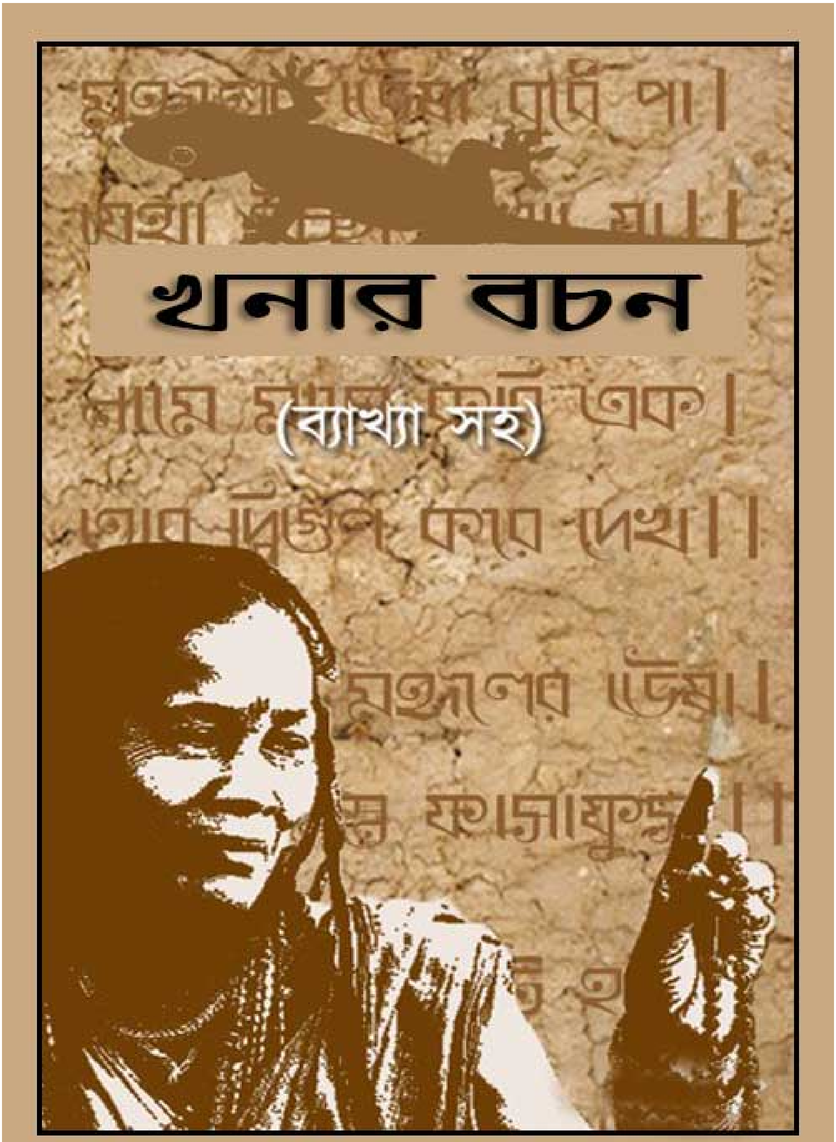

খনার বচন
(ব্যাখ্যা সহ)

খনার বচন – খনা (লীলাবতী)

খনার বচন – খনা, বা ক্ষণা ছিলেন জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী এক বিদুষী নারী; যিনি বচন রচনার জন্যেই বেশি সমাদৃত। কথিত আছে তার আসল নাম লীলাবতী। মূলতঃ খনার ভবিষ্যতবাণীগুলোই ‘খনার বচন’ নামে বহুল পরিচিত।

eBook Reader

Android

Lithum Epub Reader

Windows

Microsoft EDGE Browser

Apple

iBooks

Windows Phone

Tucan Reader

বিস্তারিত

অ্যান্ড্রয়েডের জন্য :

Android ব্যবহারকারীদের জন্য অনেকগুলো অ্যাপস আছে Playstore-এ (play.google.com) যেমন : eReader Prestigio, Universal Book Reader, AlReader, Moon+ Reader Pro, FBReader, Lithium: EPUB Reader ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে যেকোনো একটি ডাউনলোড করে নিয়ে খুব সহজে ইপাব বই পড়া যায়। তবে আমাদের পরামর্শ হলো, আপনি যদি ইপাব বইয়ে কাগজের বইয়ের আবহ পেতে চান তাহলে Lithium: EPUB Reader ব্যবহার করুন। এটি খুব হালকা ও চমৎকার ফিচার সমৃদ্ধ।

Windows Phone এর জন্য :

আপনারা যারা Windows Phone ব্যবহার করছেন তারা অ্যাপস স্টোর থেকে Tucan Reader লিখে সার্চ দিন।

কম্পিউটারের জন্য :

কম্পিউটারে Microsoft EDGE Browser ই যথেষ্ট। অতিরিক্ত কোন Software Install করার প্রয়োজন নাই ।

Sumatra PDFও একটি পিডিএফ রিডার। এটা পিডিএফ রিডার হলেও এর সাহায্যে ePUB এবং Mobi ফাইল পড়া যায়।।

এছাড়া আপনি FBReader ব্যবহার করতে পারেন। এই

সফটওয়্যারটি ব্যবহার করে আপনি ePUB ও Mobi ফাইল কম্পিউটারে পড়তে পারবেন।

উপরের সফটওয়্যার দুটো ছাড়াও Adobe Digital Editions ব্যবহার করে ইপাব পড়া যায়। তবে এক্ষেত্রে বাংলা ইপাবে বাংলা ফন্ট Embed করা থাকতে হবে। নইলে লেখা পড়া যাবে না।

Amazon Kindle Tab এর জন্য :

বর্তমানে কিন্ডেল ফায়ার Android OS এর Customized ভার্সন। ফলে এটিতে যেমন Android APK ব্যবহার করা যায়, তেমনি Amazon Store থেকেও অ্যাপস ডাউনলোড করে ব্যবহার করা যায়। আপনি যদি কিন্ডেলে Android Apps ব্যবহার করতে চান তবে উপরে Android Apps তালিকা থেকে যেকোনো একটি অ্যাপের অফলাইন APK ডাউনলোড করে নিন। আর যদি Amazon থেকে ডাউনলোড করতে চান, তবে eLibrary Manager Basic এই অ্যাপটি ব্যবহার করুন।

আর আপনি যদি Kindle এর অন্যান্য ভার্সন ব্যবহার করে থাকেন তবে লাইব্রেরি থেকে বই ডাউনলোডের সময় Mobi ফাইলটি ডাউনলোড করুন। Mobi ফাইল Kindle Paperwhite কিংবা এই ধরনের অন্যান্য ডিভাইসে কোনো রকম সফটওয়্যার ছাড়াই পড়তে পারবেন। এছাড়া বই পড়ার অন্যান্য ডিভাইস যেমন : Kobo, Sony Reader, PocketBook Reader ইত্যাদি রিডারেও Mobi ফাইল কোনো রকম সফটওয়্যার ছাড়াই পড়া যাবে। ক্ষেত্র বিশেষে

ডিভাইসভেদে ফন্ট নাও সাপোর্ট করতে পারে। সেক্ষেত্রে আমাদের পক্ষ থেকে করার কিছু নেই।

Apple ডিভাইসের জন্য :

iPhone কিংবা iPad এ ইপাব বই পড়ার জন্য iBooks অ্যাপ ব্যবহার করুন।

সূচীপত্র

খনার বচন – খনা, বা ক্ষণা ছিলেন জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী এক বিদুষী নারী; যিনি বচন রচনার জন্যেই বেশি সমাদৃত। কথিত আছে তার আসল নাম লীলাবতী। মূলতঃ খনার ভবিষ্যতবাণীগুলোই ‘খনার বচন’ নামে বহুল পরিচিত।

প্রথম অধ্যায়

(শস্যগণনা, হালগণনা, শস্য রোপণ ও কর্তনের সময় নিরূপণ, আলিবন্ধন প্রণালী, বন্যা গণনা, বৃষ্টি গণনা, বৎসর গণনা, ধান্যাদি গণনা, মড়ক গণনা)

১.

শ্রাবণের পুরো ভাদ্রের বারো।

এর মধ্যে যত পারো।।

ব্যাখ্যা– :

সমস্ত শ্রাবণ আর ভাদ্রের দ্বাদশ।

ধান্যাদি রোপিবে এই কয়েক দিবস।।

২.

ষোলো চাষে মূলা।

তার অর্দ্ধেক তুলা।।

তার অর্দ্ধেক ধান।

বিনা চাষে পান।।

ব্যাখ্যা– :

চষিবে মূলার ক্ষেত্র ষোল দিন ধরি।

তুলার অষ্টাহ মাত্র ধান্যের দিন চারি।।

পানের জমিতে নাহি ধরিবে হাল।

যথাকালে ফলাফল পাবে চিরকাল।।

৩.

শুভক্ষণ দেখে ক’রে যাত্রা।

পথে যেন না হয় অশুভ বার্তা।।

আগে গিয়া কর দিক্ নিরূপণ।

পূর্ব্বদিক্ হ'তে হল চালন।।

যা কিছু আশা পূরবে সকল।

নাহি সংশয় হবে সফল।।

ব্যাখ্যা– :

যে দিন প্রথমে হাল চালনে যাইবে।

শুভক্ষণ দেখি গৃহ হ'তে বাহিরিবে।।

পথিমধ্যে অশুভ সংবাদ যদি পাও।

তখন গৃহেতে পুনঃ ফিরিয়া আসিবে।।

আবার তেমনি শুভক্ষণ দেখি যেও।

দিক নিরূপণ করি হাল চালাইও।।

পূর্বদিক হতে হাল চালনা করিবে।

এইরূপে কর কার্য সুফল ফলিবে।।

৪.

থোর তিরিশে।

বোড়ামুখো তেরো জেনো।।

ফুলোবিশে।

বুঝেসুঝে কাটো ধান্য।।

ব্যাখ্যা– :

কাটিবে থোড় জন্মিলে ত্রিশ দিন পরে।

ফুলিলে কুড়িটি দিন রেখ মনে করে।।

শির নত হ’লে তের দিন পরে কাটো।

অন্যথায় হবে হানি যত তায় খাট।।

৫.

পূর্ণিমা অমায় যে ধরে হাল।

তার দুঃখ হয় চিরকাল।।

তার বলদের হয় বাত।

ঘরে তার না থাকে ভাত।।

খনা বল আমার বাণী।

যে চষে তার হবে হানি।।

ব্যাখ্যা– :

পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় না ধরিবে হাল।

যদি ধরো তবে দুঃখ রবে চিরকাল।।

অধিকন্তু বাতে পঙ্গু হইবে বলদ।

বৃথায় এ কার্য না হবে ফলদ।।

৬.

আষাঢ়ে কাড়ান নামকে।

শ্রাবণে কাড়ান ধানকে।।

ভাদ্দরে কাড়ান শীষকে।

আশ্বিনে কাড়ান কিস্ কে।।

ব্যাখ্যা– :

আবাদের যোগ্য কথা কাড়ান বলি তায়।

বৃষ্টিপাতে ভূমিতে কাড়ান আনায়।।

আষাঢ়ে কাড়ানে ধান্য জন্মে না সর্বত্র।

কিঞ্চিৎ আবাদ তাহে হয়ে থাকে মাত্র।।

শ্রাবণের কাড়ানে প্রচুর জন্মে ধান।

শীঘ্র মাত্র জন্ম হ’লে ভাদ্রতে কাড়ান।।

আশ্বিনে কাড়ান একেবারেই নিষ্ফল।

কোন কার্য তাহে যাতে নাহি দেয় ফল।।

৭.

থেকে বলদ না বয় হাল।

তার দুঃখ সর্বকাল।।

ব্যাখ্যা– :

মায়া করে যে বলদে না খাটাইতে চায়।

যাহার বলদ সদা ব’সে বসে খায়।।

চিরকাল দুঃক তার নিত্য অন্নাভাব।

যেহেতু জমিতে তার কর্ষণ অভাব।।

৮.

বাড়ীর কাছে ধান গা।

যার মার আছে ছা।।

চিনি বা না চিনি।

খুঁজে দেখে গরু কিনিস্।।

ব্যাখ্যা– :

বাটির নিকট তব থাকিবে যে জমি।

তাহাতেই চাষকর্ম করিবেক তুমি।।

ফসল যা পাবে চুরি দেখিবারে পাবে।

দূরে হ’লে কেবা তথা চৌকি দিয়া রবে।।

খুঁজি দেখি ঘাতে-ঘোতে গরু যদি কিনো।

হইবে নিশ্চয় লাভ চিন বা না চিন।।

৯.

কোল পাতলা ডাগর গুচ্ছি।

লক্ষ্মী বলেন ঐখানে আছি।।

ব্যাখ্যা– :

মোটা মোটা গুছি দেয় রাশি রাশি।

ফাঁক ফাঁক রাখ যত ফল বেশী বেশী।।

১০.

আঁধার পরে চাঁদের কলা।

কতক কালো কতক ধলা।।

উত্তর ভঁচো দক্ষিণ কাত।

ধারায় ধারায় ধান্যের ধাত।।

চাল ধান দুই সস্তা।

মিষ্টি হবে লোকের কথা।।

ব্যাখ্যা– :

কৃষ্ণপক্ষ অবসানে যে চন্দ্র উদিবে।

প্রথম প্রথম যাহা দেখিবারে পাবে।।

কিয়দংশ অন্ধকারাচ্ছন্ন কিছু আর।
নিম্ন দক্ষিণে আর হবে সে বৎসরে।।
সে বৎসর ধান্যের না রবে দিকপাশ।
মিষ্টভাষী হবে নর পাবে শস্য পাস।।

১১.

ডেকে ডেকে খনা গান।
রোদে ধান ছায়ায় পান।।

ব্যাখ্যা– :

রৌদ্রপীঠ জমিতে জন্মায় যত ধান।
ছায়াময় স্থানে তত জন্মিবে পান।।

১২.

এক অঘ্রাণে ধান।
তিন শ্রাবণে পান।।

ব্যাখ্যা– :

এক অগ্রহায়নে ধান্য ঠিক হয়।

তিন শ্রাবণের কমে পান নয়।।

১৩.

কার্তিকের জল উননা।

ধান জন্মে দুনো।।

ব্যাখ্যা– :

কার্তিক মাসেতে যত জল অল্প হবে।

ধান গাছে ধান তত অধিক ফলিবে।।

১৪.

অঘ্রাণে পৌটী।

পৌষে ছেউটী।।

মাঘে নাড়া।

ফাগুনে ফাঁড়া।।

ব্যাখ্যা– :

কাটিলে অগ্রহায়ণে ধান মিলে ষোল আনা।

পৌষে এসে ছ-আনা দাঁড়াবে আছে জানা।।

মাঘে নাড়া মাত্র অবশিষ্ট থাকিবেক।

ফাল্গুনে নিশ্চয় সব নষ্ট হইবেক।। ।

১৫.

শীষ দেখে বিশ দিন।

কাটতে মাড়তে দশ দিন।।

ব্যাখ্যা– :

যেদিন ধানের শীষ উদগত হইবে।

বিশ দিন পরে তার কর্তন করিবে।।

মাড়িবার জন্য আর দশদিন দাও।

তারপর গোলা পূর্ণ করে তুলে নাও।।

১৬.

শনি রাজা মঙ্গল পাত্র।

চষো খোড়ো কেবল মাত্র।।

ব্যাখ্যা– :

শনি রাজা যে বর্ষে মঙ্গল মন্ত্রী আর।

সে বর্ষে না দেখি আশা ধান জন্মিবার।।

১৭.

বাপ বেটাই চাই

তদভাবে সোদর ভাই।। ।

ব্যাখ্যা– :

পরের সাহায্যে যে কৃষক চাষ করে।

তাহার লাভের আশা বৃথাই সংসারে।।

আপনার ভাবি পর কভু কি খাটিবে।

বাপ বেটা হলে তারা যেরূপ করিবে।।

অপরের চেয়ে যদি ভাই ভাই মিলে।

তাহাতে বরং কিছু সুফলও ফলে।।

১৮.

বাঁধো আগ আলি।

রোপ তবে শালী।।

যদি ফল ফলে।

গালি পেড়ো খনা বলে।।

ব্যাখ্যা– :

বাধিলে উত্তমরূপে আলি সারি সারি।

শালী ধান্য তাহে যদি দাও যত্ন করি।।

যথাকালে ফল তার প্রচুর পাইবে।

মিথ্যা যদি হয় খনা গালি তবে খাবে।।

১৯.

আষাঢ়ের পঞ্চদিনে।

রোপন করে যে ধানে।।

সুখে থাকে কৃষিবল।

সকল আশা হয় সফল।।

ব্যাখ্যা– :

আষাঢ়ের পাঁচদিন মধ্যে রোও ধান।

সে চাষার কষ্ট কোথা খুশী সদা প্রাণ।।

সকল আশা সকল হয় তো তাহার।

অফুরন্ত ধান চাল গোলায় যাহার।।

২০.

আউশ ধান্যের চাষ।

লাগে তিন মাস।।

ব্যাখ্যা– :

রোপনের তিন মাস মধ্যে আ'শ।

জন্মে শেষ হয় তার যত কিছু চাষ।।

২১.

ভাদ্রের চারি আশ্বিনের চারি।

কলাই রোবে যত পারি।।

ব্যাখ্যা– :

ভাদ্রের শেষ চারি দিবস তথা আর।

আশ্বিনের প্রথম চারি সঙ্গে তার।।

এই অষ্টদিন মধ্যে বুনিবে কলাই।

প্রশস্ত সময় এই শুন সবে ভাই।।

২২.

সরিষা বুনে কলাই মুগ।

বুনে বেড়াও চাপড়ে বুক।।

ব্যাখ্যা– :

এক ক্ষেত্রে সর্ষপ কলাই বুনিয়া দিতে পারি।

অথবা সর্ষপ মুগ যাহা ইচ্ছা করি।।

উভয় ফসল একসঙ্গে পাওয়া যাবে।

মনের আনন্দে চাষা বুক বাজাইবে।।

২৩.

আশ্বিনের উনিশ কার্তিকের উনিশ।

বাদ দিয়ে মটর কলাই বুনিস।।

ব্যাখ্যা– :

আশ্বিন মাসের শেষ উনিশটি দিবস।

চৈত্রের প্রথম আট— এই ষোড়শ।।

রোপণ করিবে তিল মিটিবেক আশ।

অন্যথায় হায় হায় করো বারো মাস।।

২৪.

ফাল্গুনের আট চৈত্রের আট।

সেই তিল দায়ে কাট।।

ব্যাখ্যা– :

ফাল্গুন মাসের শেষ আটটি দিবস।

চৈত্রের প্রথম আট —- এই ষোড়শ।।

রোপণ করিবে তিল মিটিবেক আশ।
অন্যথায় হায় হায় করে বারো মাস।।

২৫.

খনা বলে, চাষার পো।
শরতের শেষে সরিষা রো।।

ব্যাখ্যা– :

শরতের শেষভাগে সর্ষপ বপন।
মনে যেন থাকে ভাই খনার বচন।।
অপর ঋতুতে যদি বপন করিবে।
ফসল উচিত মত তাতে নাহি পাবে।।

২৬.

সাত হাতে তিন বিঘতে।
কলা লাগাবে মায়ে পুতে।।
লাগিয়ে কলা না কাট পাত।

তাতেই কাপড় তাতেই ভাত।।

ব্যাখ্যা– :

সাত হাত অন্তরেতে এক এক।

এক চারা রোপে দেখ।।

তিন বিঘত পরিমিত গর্ত হবে।

তবে তো কলার গাছ তার ফল দিযে।।

২৭.

থাকে যদি টাকা করবে গো

চৈত্র মাসে ভুট্টা রো।।

ব্যাখ্যা– :

চৈত্র মাসে ভুট্টা যেই করিবে রোপন।

তার অন্নাভাব নাহি হয় কদাচন।।

টাকা করিতে সাধ যদি থাকে চিতে।

রোপণ করহ গিয়া চৈত্র মাসেতে।।

২৮.

দিনে রোদ রাত জল।

দিন দিন বাড়ে ধানের বল।।

ব্যাখ্যা– :

দিনে রৌদ্র রাত্রে বৃষ্টি হয়।

করিবে ধানের গাছ খুব তজোময়।।

২৯.

আউশের ভূঁই বেলে।

পাটের ভুঁই আঁটালো।।

ব্যাখ্যা– :

আউশ ধানের জমি বেলে ভাল।

পাটের জমি ভাল শুধু হইলে আঁটালো।।

৩০.

মানুষ মরে যাতে।

গাছলা সারে তাতে।।

পচা সরায় পাছলা সারে।

গোঁধলা দিয়ে মানুষ মরে।।

ব্যাখ্যা– :

পচা গোবরের গন্ধে পীড়া হয়।

বিলক্ষণ তেজ কিন্তু গাছ তার পায়।।

ফলবান হয় বৃক্ষ পচলার সারে।

কিন্তু আশ্চর্য নর তাহাতেই মরে।।

৩১.

বৈশাখের প্রথম জলে।

আশুধান দ্বিগুণ ফলে।।

খনায় বলে শুন ভাই।

তুলায় তুলা অধিক পাই।।

ব্যাখ্যা– :

প্রথমে বৈশাখে যদি বৃষ্টি ভাল হয়।

প্রচুর আউস ধান জন্মিবে নিশ্চয়।।

কার্তিকেতে বৃষ্টি হইলে তুলা ভাল হবে।

খনার উক্তি কভু আর না ভাবিবে।।

৩২.

কোদালে মান তিলে হাল।

কাতেনকাকার মাসেকাল।।

ছায়ের লাউ, উঠানে ঝাল।

কর বাপু চাষার ছাওয়াল।।

ব্যাখ্যা– :

মান গাছ করিতে যদ্যপি সাধ থাকে।

কোদাল পাড়িয়া পাট কর সে জমিতে।।

জন্মিবে তিল হল-চালনা না হলে।

অতএব তার পাট করহ লাঙ্গলে।।

শ্বেত তিল আশ্বিন কার্তিকে বুনিবেক।
মাঘ ফাল্গুনে কৃষ্ণ তিল ছড়াবে।।
বাঁশবনে লাউ উঠানেতে ঝাল।
জনমে উত্তম ফল জেনো চিরকাল।।

৩৩.

সরষে ঘন, পাতলা রাই।
নেঙ্গে নেঙ্গে কাপাস যাই।।
কাপাস বলে, কোষ্ঠা ভানু।
জ্ঞাতিপানি না যেন পাই।।

ব্যাখ্যা– :

সর্ষপ বুনিতে হবে খুব ঘন ঘন।
রাই কিন্তু ফাঁক ফাঁক বুনা চাই জেনো।।
কার্পাস এমন ভাবে বপন করিবে।
দাঁড়াইয়া যেন তাহা তুলিতে পারিবে।।

ডিঙ্গাতে পারে যেন আবশ্যক মতে।
পাট ও কার্পাস নাহি বুনো এক ক্ষেতে।।
কারণ কোষ্টার জল লাগিলে কাপাস।
আর না রবে তো আশ।।

৩৪.

বুধ রাজা, শুক্র তার মন্ত্রী যদি হয়।
শস্য হবে ক্ষেত্রে পূরা নাহিক সংশয়।।
ব্যাখ্যা– :
যে বৎসর বুধ রাজা, শুক্র মন্ত্রী হবে।
সে বৎসর বসুন্ধরা শস্যপূর্ণা হবে।।

৩৫.

খাটে খাটায় লাভের গতি।
তার অর্ধেক কাঁধে ছাতি।।
ঘরে বসে পুছে বাত।

তার ঘরে হা ভাত হা ভাত।।

৩৬.

মাছের জলে লাউ বাড়ে।

ধেনো জমিতে ঝাল বাড়ে।।

ব্যাখ্যা– :

লাউগাছে মাছ ধোয়া জল উপকারী।

ঝাল গাছে ধান পচা উপকারী।।

৩৭.

যে বার গুটিকাপাত সাগর-তীরেতে।

সর্ব্বদা মঙ্গল হয় কহে জ্যোতিষেতে।।

নানা শস্যে পরিপূর্ণ বসুন্ধরা হয়।

খনা কহে মিহিরকে নাহিক সংশয়।।

ব্যাখ্যা– :

হইলে গুটিকাপাত সমুদ্রের তীরে।

একত শস্য হয় যে ধরায় নাহি ধরে।।

অতএব এইরূপে হবে যে বৎসর।

শষ্যপূর্ণ বসুন্ধরা রবে নিরন্তর।।

৩৮.

বাঁশ বনে বুনলে আলু।

আলু হয় গাছ বেড়ালু।।

ব্যাখ্যা– :

বাঁশবন ধারে যদি আলু পোঁতা যায়।

আলু খুব বাড়ে তার গাছ তেজ পায়।।

বড় আলু খেতে চাও পোঁত বাঁশ বনে।

রাখহ বিশ্বাস ভাই খনার বচনে।।

৩৯.

চাল ভরা কুমড়া পাতা

লক্ষ্মী বলেন আমি তথা।।

ব্যাখ্যা– :

লাউ কুমড়ার গাছ বাড়ীতে যাহার।

অভাব তরকারীর না রবে তাহার।।

অধিকন্তু বেচিলে দু’পয়সা পায়।

সচ্ছল সংসার তার সুখে দিন যায়।।

৪০.

পান পেতে শ্রাবণে।

খেয়ে না ফুরোয় রাবণে।।

ব্যাখ্যা– :

রোপিলে শ্রাবণে পান এত পান ধরে।

রাক্ষসেরা খেলে নাহি ফুরাইতে পারে।।

৪১.

উঠান ভরা লাউ শশা।

বলে লক্ষ্মীর দশা।।

ব্যাখ্যা– :

সকল গৃহে লাউ শশা দেওয়া ভাল।

এমন গৃহস্থ-পোষা দ্রব্য কোথা বল।।

উপযুক্ত স্থান যদি নাহি পাও ফাঁকে।

অন্ততঃ উঠানে স্থান দিবেক তাহাকে।।

৪২.

ছায়ার ওলে চুলকায় মুখ।

কিন্তু তাতে নাহিক দুখ।।

ব্যাখ্যা– :

জন্মিলে ছায়ার ওল মুখে তা লাগিবে।

কিন্তু বড় হবে খুব বেচে বেশী পাবে।।

৪৩.

পটোল বুনলে ফাল্গুনে।

ফল বাড়ে দ্বিগুণে।।

ব্যাখ্যা– :

ফাল্গুনে করহ যদি পটোল রোপণ।

দ্বিগুণ পাইরে ফল মিথ্যা না বচন।। ।

৪৪.

নদী ধরে পুঁতলে কচু।

কচু হয় তিন হাত উঁচু।।

ব্যাখ্যা– :

নদীর ধারেতে যদি কচু পোঁত গিয়া।

ত্বরায় সে কচু তথা উঠিবে বাড়িয়া।।

৪৫.

ফাল্গুনে না রুলে ওল।

শেষে হয় গন্ডগোল।।

ব্যাখ্যা– :

ফাল্গুন মাসেতে ওল রোপন সময়।

সে সময় যদি তা রোপণ না হয়।।

অন্ডাকৃতি হবে তাহা বন্য ওল প্রায়।

হাটেতে ভয়েতে কেহ না করিবে ক্রয়।।

৪৬.

কচু বনে ছড়ালে ছাই।

খনা বলে তার সংখ্যা নাই।।

ব্যাখ্যা– :

কচুবনে ছাই যদি নিত্য দিতে পারে।

ত্বরায় বাড়ে সে কচু অতি তেজ ভরে।।

৪৭.

মুলার ভুঁই তুলা।

ইক্ষুর ভুই ধূলা।।

ব্যাখ্যা– :

নরম তুলার ন্যায় করিবে সে ভূমি।

ভূমিতে মূলার বীজ বসাইবে তুমি।।
ইক্ষু যাতে দিবে ধূলা সম করিবেক।
তবে ত প্রচুর মূল্য ইক্ষু মিলিবেক।।

৪৮.

শোন্ রে মালী বলি তোরে।
কলম রো শ্রাবণের ধার।।
ব্যাখ্যা– :
কলমের চারা শ্রাবণেতে পুঁতিবেক।
তবেই তো সেই চারা তেজ করিবেক।।

৪৯.

ভাদ্দর আশ্বিনে রুয়ে ঝাল
সে চাষা ঘুমায়ে কাটায় কাল
পরেতে কার্ত্তিক অঘ্রাণ মাসে
বড় গাছ ক্ষেতে পুঁতে আসে

সে গাছ মরিবে ধরিয়া ওলা

না হবে ঝালের গোলা।।

ব্যাখ্যা– :

আলস্যে ভাদ্র আশ্বিনে না করি রোপণ।

মরিচ কার্তিক অঘ্রাণে পোঁতে যেই জন।।

ওলা ধরি তাহার মরিচ ঘাছ খায়।

আলস্যের ফলে সে ফল তার পায়।।

৫০.

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠেতে হলুদ রোও।

দাবাখেলা ফেলিয়ে থোও।।

আষাঢ় শ্রাবণে নিড়ায়ে মাটি।

ভাদ্দরে নিড়ায়ে করহ খাঁটি।।

অন্যথায় এ পুঁতলে হলদি।

পৃথিবী বলেন তাতে কি ফল দি।।

ব্যাখ্যা– :

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে হরিদ্রা রোপিলে।
আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্রে নিড়াইয়া দিলে।।
প্রচুর হরিদ্রা যথাসময়ে পাইবে।
অন্যথায় সুফল কিছুতে নাহি হবে।।

৫১.

ফাগুনে আগুন চৈতে মাটি।
বাঁশ হলে আমি শীঘ্র উঠি।।

ব্যাখ্যা– :

শুষ্ক বাঁশপাতা যত পড়িবে তলায়।
ফাল্গুনে আগুন লাগাইবে তায়।।
পরিস্কার হবে তল জল নাহি রবে।
চৈত্র মাসেতে গোড়ায় মাটি দিবে।।
হইবে বাঁশের গোড়া শক্ত অতিশয়।

চতুর্দিকে কোঁড়কে বেড়িবে সমুদয়।।

৫২.

শুন বাপু চাষার বেটা।

বাঁশঝাড়ে দাও ধানের চিটা।।

দিলে চিটা বাঁশের গোড়ে।

দুইকড়া ভুই বেড়বে ঝাড়ে।।

ব্যাখ্যা– :

ধান্যের আগড়া দিলে বাঁশের গোড়াতে।

বাড়িবে বাঁশের ঝাড় নাহি ভুল তাতে।।

কারণ তাহাতেই তার সার জন্মায়।

সার বিনে গাছপালা বাঁচয়ে কোথায়।।

৫৩.

বলে খনা শুন শুন।

শরতের শেষে মূলা বুন।।

তামাক গুড়িয়ে মাটি।

বীজ পুঁতো গুটি গুটি।।

ঘন ঘন পুঁতো না।

পৌষের অধিক রেখ না।।

ব্যাখ্যা– :

শরতের শেষে মূলা করিবে বপন।

ধুলা মাটি করে তথা তামাক রোপণ।।

ঘন ঘন কদাচ না বসাবে তামাক।

পৌষের মধ্যেই জমি করিবেক ফাঁক।।

৫৪.

শুনরে বাপু চাষার বেটা।

মাটির মধ্যে বেলে বেটা।।

তাতে যদি বুনিস পটোল।

তাতেই তোর আশা সফল।।

ব্যাখ্যা– :

বেলে মাটিতে পটোল করিবে রোপণ।

জন্মিবে প্রচুর ফল আশা করিবে পূরণ।।

৫৫.

বলে গেছে বরাহের পো।

দশটি মাসে বেগুন রো।।

চৈত্রে বৈশাখ দিবে বাদ।

ইথে নাহি কোন বিষাদ।।

ধরলে পোকা দিবে ছাই।

এর চেয়ে আর উপায় নাই।।

মাটি শুকাইলে ঢালবে জল।

সকল মাসেই পাবে ফল।।

ব্যাখ্যা– :

চৈত্র ও বৈশাখ ছাড়া সকল মাসেতে।

পারিবে কৃষক ক্ষেত্রে বেগুন পুঁতিতে।।

পোকা যদি ধরে ছাই দাও ছড়াইয়ে।

সুখী হও বারো মাস বেগুন খাইয়ে।।

৫৬.

অঘ্রাণে যদি না হয় বৃষ্টি।

না হয় কাঁঠালের সৃষ্টি।।

ব্যাখ্যা– :

অগ্রহায়ণ মাসেতে না হইলে জল।

কাঁঠালের গাছে নাহি ধরিবেক ফল।।

৫৭.

এক পুরুষে রোপে তাল।

পর পুরুষে করে পাল।।

তারপর যে সে খাবে।

তিন পুরুষের ফল পাবে।।

ব্যাখ্যা– :

তিন পুরুষের কম নাহি পাবে তাল।

তাল গাছে পেতে ফল কাটে তিন কাল।।

৫৮.

খাত বিশে করি ফাঁক।

আম কাঁঠাল পুঁতে রাখ।।

গাছ গাছাড়ি ঘন সবে না।

ফলও তাত ফলবে না।।

ব্যাখ্যা– :

বিশ বিশ হস্ত দূরে পুঁতিবেক যদি।

কাঁঠালের ফল তবে দিবেন বিধি।। গাছে ডালে ঠাসাঠাসি হয়ে যদি থাকে।

ফলহীন গাছ শুধু সর্বলোকে দেখে।।

৫৯.

বার বছরে ফলে তাল।

যদি না লাগে গরুর লাল।।

ব্যাখ্যা– :

পত্র যদি গরুতে ভক্ষণ নাহি করে।

ফল দিবে তালগাছ দ্বাদশ বৎসরে।।

৬০.

নলেকান্তর গজেক বাই।

কলা রুয়ে খেয়ে ভাই।।

রুয়ে কলা না কেটো পাত।

তাতেই কাপড় তাতেই ভাত।।

ব্যাখ্যা– :

আট হাত অন্তর অন্তর কলা পুঁতে।

পাতা তার কদাচন না যাবে কাটিতে।।

ভুরি পরিমাণে কলা জন্মিবে তাহ’লে।

অন্নের অভাব নাহি হবে কোনকালে।।

৬১.

ফাগুনে এটে।

পোঁত কেটে।।

বেড়ে যাবে ঝাড়কে ঝাড়।

কলা বইতে ভাঙ্গবে ঘাড়।।

ব্যাখ্যা– :

ফাল্গুনে কলার এঁটে কেটে পুঁতে দিলে।

অচিরে কলার ঝাড় বাড়ে তাহা হলে।।

জন্মিবে প্রচুর কলা তাহলে নিশ্চয়।

খনার বচন ইহা মিথ্যা কভু নয়।।

৬২.

ডাক ছেড়ে বলে রাবণ।

কলা লাগাবে আষাঢ় শ্রাবণ।।

তিন শত ষাট ঝাড় কলা রুয়ে।

থাক গৃহস্থ ঘরে শুয়ে।।

রুয়ে কলা না কাট পাত।

তাতেই হবে কাপড় ভাত।।

ব্যাখ্যা– :

আষাঢ় শ্রাবণে কলা রোপণ উচিত।

কিন্তু পাতা কাটা তার নহে তো বিহিত।।

তিন শত ষাট ঝাড় করিয়া রোপণ।

নিশ্চিন্ত হইয়া ঘরে কর হে শয়ন।।

ভাতের ভাবনা আর কখননা রবে।

ঘরে বসে অন্ন-বস্ত্র সেই জন পাবে।।

৬৩.

ডাক দিয়ে বলে রাবণ।

রুযে কলা আষাঢ় শ্রাবণ।।

কলা তলায় যাবিনে।

ফল তার যাবিনে।।

লেগে যাবে ভঁয়ে।

কলা পড়বে শুয়ে।।

ব্যাখ্যা– :

মতান্তরে এই কথা কেহ বলে।

আষাঢ় শ্রাবণ মাসে কদলী পুঁতিলে।।

পোকায় বিনাশে গাছ, ফল নাহি হয়।

অতএব এ দু’মাসে ত্যজিবে নিশ্চয়।।

৬৪.

সিংহ মীন বর্জ্যে।

কলা খাবে আজ্যে।।

ব্যাখ্যা– :

ভাদ্র ও চৈত্র ব্যতীত সকল মাসেতে।

পারহ কদলী রোপণ করিতে।।

৬৫.

যদি রোয়ে ফাল্গুনে কলা।

তবে হবে মাস সফলা।।

ব্যাখ্যা– :

ফাল্গুনে রোপিলে কলা মাস মাস ফলে।

ফাল্গুনের মত ফল নহে অন্যকালে।।

৬৬.

ভাদ্র মাসে রুয়ে কলা।

সবংশে মলো রাবণ শালা।।

ব্যাখ্যা– :

ভাদ্র মাসে কলাগাছ করিয়া রোপণ।

সবংশেতে তার ফলে মরিল রাবণ।।

এই হেতু ভাদ্রেতে কদলী পোঁতা মানা।

পেতে শুধু সেই যার নাহি আছে জানা।।

৬৭.

আগে পুঁতে কলা।

বাগ বাগিচা ফলা।।

শোনরে বলি চাষার পো।

কলা নারিকেল ক্রম রো।।

নারিকেল বার সুপারি আট।

এর ঘন তখনি কাট।।

ব্যাখ্যা– :

যে স্থানে বাগান করিতে সাধ যাবে।

অগ্রে কদলী গাছ তাহাতে বসাবে।।

পরে নারিকেল বৃক্ষ ক্রমেতে গুবাক।

বসাইয়া দিযে যথারীতি ফাঁক ফাঁক।।

নারিকেল বার বার হাত অন্তরেতে।

গুবাক বসাবে প্রতি আট আট হাতে।।

৬৮.

গো নারিকেল নেড়ে রো।

আমটুচুরে কাঁঠাল ভো।।

ব্যাখ্যা– :

নারিকেল সুপারিচারা যদি নাড়ি।

সতেজ হইয়া গাছ উঠে শীঘ্র নাড়ি।।

আম্র যদি নাড়ি ফল ছোট ছোট হবে।

কাঁঠাল নাড়িলে তাহা ভোয়া হয়ে যাবে।।

৬৯.

গোরে গোবরে বাঁশে মাটি।

অফলা নারিকেল শিকড় কাটি।।

ওলে কুটি, মানে ছাই।

এইরূপে কৃষি করগে ভাই।।

ব্যাখ্যা– :

গুবাক বৃক্ষের মূলে দিবেক গোময়।

বাঁশেতে মাটি দিতে হয় মনে যেন রয়।।

যেই নারিকেল গাছে নাহি ধরে ফল।

কাটিয়া দিবেক তার শিকড় কেবল।।

ওলের গোড়ায় খড় কুটি পল দিযে।

মান গাছে ছাই দিলে তবে তাহা হবে।।

৭০.

নারিকেল গাছে নুনমাটি।

শীঘ্র শীঘ্র বাঁধে গুটি।।

ব্যাখ্যা– :

শীঘ্র শীঘ্র ফলভোগ করিবারে চাও।

নারিকেল মূলে তবে নুনমাটি দাও।।

৭১.

দাতার নারিকেল বখিলের বাঁশ।

কমে না বাড়ে বার মাস।।

ব্যাখ্যা– :

মধ্যে মধ্যে যত নারিকেল পেড়ে খাবে।

ততবেশী নারিকেল ফলিতে থাকিবে।

বাঁশঝাড়ে যত বাঁশ না কাটিবে।

ততই তাহার ঝাড় বাড়িয়া উঠিবে।।

৭২.

খনা বলে শুনে যাও।

নারিকেল মূলে চিটা দাও।।

গাছ হয় তাজা মোটা।

শীঘ্র শীঘ্র ধ’রে গোটা।।

ব্যাখ্যা– :

ধান্যের আগড়া দিলে নারিকেল মূলে

শীঘ্র গাছ হয় মোটা শীঘ্র ফল ফলে।।

৭৩.

শোন রে বাপু চাষার পো।

সুপারির বাগে মান্দার রো।।

মান্দার পাতা পড়লে গোড়ে।

ঝট পটু তার ফল বাড়ে।।

ব্যাখ্যা– :

করিলে গুবাক বাগে মান্দার রোপণ।

পড়িয়া মান্দার পাতা সারের বর্ধন।।

সতেজ সুপারি গাছ হয় তাহা হ’লে।

সতেজ হইলে গাছ শীঘ্র শীঘ্র ফলে।।

৭৪.

হাতে হাতে ছোঁয় না।

মরা ঝাটি রয় না।।

খনা বলে যখন চায়।

তখন কেন না লয়।।

ব্যাখ্যা– :

এইরূপে বসাতে হবে নারিকেল গাছ।

একে অপরের যেন নাহি লাগে আঁচ।।

একটি গাছের পাতা না ঠেকে অপরে।

পুঁতিতে হইবে গাছ এমনটি করে।।

উপরের শুষ্কপত্র বৃক্ষমূল আর।

ফল যদি চাও সদা রাখ পরিস্কার।।

৭৫.

পূর্ণ আষাঢ়ে দক্ষিণা বয়।

সেই বৎসর বন্যা হয়।।

ব্যাখ্যা– :

সম্পূর্ণ মাস যাবৎ প্রথম হইতে।

দক্ষিণা বাতাস যদি বহে আষাঢ়েতে।।

সুনিশ্চিত সে বৎসর বন্যা তবে হবে।

খনার বচন ইহা কে নয় করিবে।।

৭৬.

আমে ধান।

তেঁতুলে বান।।

ব্যাখ্যা– :

যে বৎসর আম্র বহু পরিমাণে হয়।

ধান্য সে বৎসর খুব জন্মিবে নিশ্চয়।।

তেঁতুল অধিক আর হবে যে বৎসরে।

হবে বন্যা সে বৎসর রাখো মনে করে।।

৭৭.

বামুন বাদল বান।

দক্ষিণা পেলে যান।।

ব্যাখ্যা– :

দক্ষিণা পেলে যেমন ব্রাহ্মণ না থাকে।

অমনি আপন পথ আপনি সে দেখে।।

দক্ষিণা পেলে অর্থাৎ দক্ষিণ হাওয়ায়।

বান ও বাদল সেইরূপ চলে যায়।।

৭৮.

চৈতে কুয়া ভাদ্রে বান।

নরের মুন্ড গড়াগড়ি যান।।

ব্যাখ্যা– :

চৈত্র মাসে কুজ্ঝটিকা বন্যা ভাদ্রে আর।

ধ্রুব সে বৎসর সংখ্যা বাড়িবে মড়ার।।

৭৯.

পৌষে গরমি বৈশাখে জাড়া।

প্রথম আষাঢ়ে ভরবে গাড়া।।

ব্যাখ্যা– :

পৌষমাসে যে বৎসর শীত কমে যাবে।

বৈশাখে কিঞ্চিৎ শীত অনুভব হবে।।

প্রথম আষাঢ়ে বর্ষা হবে অতিশয়।

শ্রাবণেতে অনাবৃষ্টি জানিবে নিশ্চয়।।

৮০.

খনা বলে শুনহ স্বামী।

শ্রাবণ ভাদর নাইকো পানি।।

দিনে জল রাতে তারা।

এই দেখবে দুঃখের ধারা।।

ব্যাখ্যা– :

প্রথম বর্ষায় দিনে বৃষ্টি হবে।

অথচ রাত্রিতে শূন্যে তারা দেখা যাবে।।

সে বৎসর অনাবৃষ্টি হইবে নিশ্চয়।

খনার বচন ইহা মিথ্যা কভু নয়।।

৮১.

পূবেতে উঠিলে কাড়।

ডাঙ্গা ডোবা একাকার।।

ব্যাখ্যা– :

পূর্বদিকে রামধনু যদি দেখ বর্ষাকালে।

ভাঙ্গা ডোবা একাকার হয়ে যাবে জলে।।

৮২.

চাঁদের সভার মধ্যে তারা।

বর্ষে পানি মুষলধারা।।

ব্যাখ্যা– :

চন্দ্রমন্ডলে মধ্যে তারা যদি দেখ।

বর্ষিবে মুষলধারে বৃষ্টি জেনে রাখ।।

৮৩.

চৈত্রেতে থর থর।

বৈশাখে ঝড় পাথর।।

জ্যৈষ্ঠেতে তারা ফুটে।

তবে জানহ বর্ষা বটে।।

ব্যাখ্যা– :

চৈত্রমাসে যে বৎসর শীত বোধ হবে।

বৈশাখেতে শিলাবৃষ্টি ঝড় দেখা দিবে।।

জ্যৈষ্ঠমাসে পরিস্কার আকাশ মন্ডল।

সে বৎসর বর্ষায় বেশ হইবেক জল।।

৮৪.

কি কর শ্বশুর লেখাজোখা।

মেঘেই বুঝবে জলের রেখা।

কোদালে কুড়লে মেঘের গা।

মধ্যে মধ্যে দিচ্ছে বা।।

বলো চাষার বাধতে আল।

আজ না হয় হবে কাল।।

ব্যাখ্যা– :

শ্বশুরকে সম্বোধন করি খনা ক'ন।

লেখাজোখা করিয়া কিবা করিবে গণন।।

হবে কি না হবে জল লক্ষণে বুঝিব।

মেঘ দেখিলেই তা বুঝিতে পারিব।।

কোদালে কুড়ুলে মেঘ যদি দেখা যায়।

তার মধ্যে মধ্যে বায়ু প্রবাহিত তায়।।

সত্বর হইবে জল নিশ্চয় জানিবে।

ক্ষেত্রে গিয়া চাষী আলি বন্ধন করিবে।।

সেদিন না হলে বৃষ্টি হবে পরদিনে।

হইবে বৃষ্টি ঠিক মনে রেখ জেনে।।

ধূসর বর্ণের খন্ড খন্ড মেঘ যত।

কোদালে কুড়লে বলি হবে তাহা জ্ঞাত।।

৮৫.

দূর সভা নিকট জল।

নিকট সভা রসাতল।।

ব্যাখ্যা– :

ধরামন্ডল সভা দূরবর্তী রবে।

তবেই সত্বর বর্ষণ হইবে।।

নিকটে যদ্যপি তবে অনাবৃষ্টি হয়।

রসাতল কারে আর বলো তবে কয়।।

৮৬.

পশ্চিমে ধনু নিত্য খরা।

পূবের ধনু বর্ষে ধারা।।

ব্যাখ্যা– :

পশ্চিমে উদিল রামধনু অনাবৃষ্টি।

পূর্বদিক হলে হবে জলের বৃষ্টি।।

৮৭.

বেঙ ডাকে ঘন ঘন।

শীঘ্র বৃষ্টি হবে জেনো।।

ব্যাখ্যা– :

ঘন ঘন ভেকের গর্জন যদি হয়।

ত্বরায় হইবে বৃষ্টি একথা নিশ্চয়।।

৮৮.

ভাদুরে মেঘ বিপরীত বয়।

সে দিন বৃষ্টি কে ঘোচায়।।

ব্যাখ্যা– :

ভাদ্রমাসে মেঘোদয় হইবে যখন।

বহে যদি বিপরীত পবন তখন।।

অত্যন্ত জলবর্ষণ হইবেক তবে।

খনা বলে কার সাধ্য অন্যথা করিবে।।

৯০.

পৌষে কুয়া বৈশাখে ফল।

য'দিন কুয়া ত'দিন জল।।

শনির সাত মঙ্গলের তিন।

আর সব দিন দিন।।

ব্যাখ্যা– :

পৌষ মাসে যে ক'দিন কুয়াশা হইবে।

বৈশাখেতে ঠিক ততদিন বৃষ্টি হবে।।

শনিবারে যদি বৃষ্টি আরম্ভ হয়।

এক সপ্তাহকাল স্থায়ী তাহা হয়।।

মঙ্গলে আরম্ভ হলে তিন দিন থাকে।

অন্য বার হ'লে সেই দিন মাত্র থাকে।।

৯১.

কর্কট ছরকট সিংহে শুকা।

কন্যা কানে কান।।

বিনা বায় বর্ষে তুলা।

কোথায় রাখবি ধান।।

ব্যাখ্যা– :

শ্রাবণে অত্যন্ত বৃষ্টি ভাদ্রমাসে শুকা।

আশ্বিনেতে জল কানে কানে দেখা।।

কার্তিকে না হবে ঝড় মন্দ মন্দ জল।

ভুরি পরিমাণে তবে মিলিবে ফসল।।

৯২.

যদি বর্ষে অঘ্রাণে।

রাজা যান মাগনে।।

যদি বর্ষে পৌষে।

কড়ি হয় তুষে।।

যদি বর্ষে মাঘের শেষ।

ধন্য রাজার পুণ্য দেশ।।

যদি বর্ষে ফাগুনে।

চিনা কাউ দ্বিগুণে।।

ব্যাখ্যা– :

অগ্রহায়ণেতে যদি বর্ষে বারিধার।

কীটে শস্য নষ্ট তবে করিবে বিস্তর।।

রাজস্ব আদায় নাহি হইবে রাজার।

সুতরাং তাঁর ঘরে হবে হাহাকার।।

পৌষেতে বর্ষিলে তুষ বেচে পাই কড়ি।

হৈমন্তিক ধান ঝরে যায় গড়াগড়ি।।

মাঘেতে বর্ষণ হ’লে রবিশস্য হবে।

ফাল্গুনে কাউন চীনা ধান্য জনমিবে।।

৯৩.

জ্যৈষ্ঠে শুকো আষাঢ়ে ধারা।

শস্যের ভার না সহে ধরা।।

ব্যাখ্যা– :

জ্যৈষ্ঠমাসে শুকো ও আষাঢ়ে জল হলে।

প্রচুর হইবে শস্য জানিও সকলে।।

৯৪.

মাঘ মাসে বর্ষে দেবা।

রাজা ছাড়ে প্রজার সেবা।।

ব্যাখ্যা– :

মাঘ মাসে জল যদি হইবে বর্ষণ।

সুখী ত হইবে যত প্রজাদের মন।।

কারণ প্রচুর শস্য জন্মিবে তাহলে।

সমস্ত বৎসর বেড়াইবে হেসে খেলে।।

৯৫.

জ্যৈষ্ঠ মাসে আষাঢ় ভরে।

কাটিয়া মাড়িয়া ঘর করে।।

ব্যাখ্যা– :

জ্যৈষ্ঠ মাসে শুককো হলে আষাঢ়ের জলে।

ভূমি পরিপূর্ণ হয় খুব শস্য ফলে।।

৯৬.

যদি বর্ষে মকরে।

ধান হবে ঠেকরে।।

ব্যাখ্যা– :

মাঘ মাসে যদি দেখ বৃষ্টিপাত হয়।

যথাকালে ধান্য তার জন্মিবে নিশ্চয়।।

৯৭.

যদি হয় চৈতে বৃষ্টি।

তবে হয় ধানের সৃষ্টি।।

ব্যাখ্যা– :

চৈত্র মাসে যদি দেখ বৃষ্টিপাত হয়।

যথাকালে ধান্য তার জন্মিবে নিশ্চয়।।

৯৮.

কার্তিকে পূর্ণিমা ক'রে আশা।

খনা বলে ডেকে শুনরে চাষা।।

নির্ম্মল মেঘে যদি বাত রবে।।

রবিখন্দের ভার ধরণী না সবে।।

ব্যাখ্যা– :

কার্তিকের পৌর্ণমাসী রজনী সময়।

মেঘশূন্য পরিস্কৃত যদি নভ হয়।।

ভুরি পরিমাণে রবিশস্য জনমিবে।

মেঘে বৃষ্টি হলে জেনো কিছু নাহি হবে।।

সুতরাং মাঠে যাওয়া নিস্ফল চাষার।

শুধু হাতে গৃহেতে ফিরতে হয় তার।।

৯৯.

আষাঢ়ী নবমী শুকল পখা।
কি কর শ্বশুর লেখাজোখা।।
যদি বর্ষে মুষলধারে।
মাঝ সমুদ্রে বগা চরে।।
যদি সমুদ্রে ছিটে ফোঁটা।
পর্ব্বতে হয় মীনের ঘটা।।
বর্ষিলে পর ঝিমি ঝিমি।
শস্যের ভার না সহে মেদিনী।।

ব্যাখ্যা– :

আষাঢ়ের শুক্লপক্ষে নবমী তিথিতে।
বর্ষম মুষলধারে হয় যে বর্ষেতে।।
অনাবৃষ্টি হইবে জানিবে সত্বর।

ছিটে-ফোঁটা আষাঢ়ে মাছ হয় বিস্তর।।

মন্দ মন্দ বর্ষণেতে শস্য বেশ হয়।

কথা জেনো খনা যাহা কয়।।

১০০.

হেসে চাকি বসে পাটে।

শস্য সেবারে না হয় মোটে।।

ব্যাখ্যা– :

অস্তকালে হেসে সূর্য পাটেতে বসিবে।

আষাঢ়ে যদ্যপি হেন ঘটনা ঘটিবে।।

কিছু শস্য তবে না হবে সে বৎসরে।

মন দিয়া এ বচন শুন নারী নর।।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(গর্ভস্থ সন্তান গণনা, তিথিভেদে ফাল্গুন মাসের ফল, ভূমিকম্পের আশঙ্কার কথা, ধর্মার্থে উপবাসের দিন নির্ণয়, শনির অবস্থান ভেদে চৈত্র মাসর ফল, রবিবার দোষে অতিবৃষ্টির ও সুবৃষ্টির লক্ষ্মণ, বারদোষে চৈত্র মাসের ফল)

১.

বাণের পৃষ্টে দিরে বাণ।

পেটের ছেলে গ’নে আন।।

নামে মাসে করি এক।

আটে হ’রে সন্তা দেখ।।

এক তিন থাকে বাণ।

তবে নারীর পুত্র জান।।

দুই চারি থাক ছয়।

অবশ্য তার কন্যা হয়।।

থাকিলে তার শূন্য সাত।

হবে নারীর গর্ভপাত।।

ব্যাখ্যা– –

গর্ভিণীর নামের অক্ষর সংখ্যা যত।

... যত মাসের গর্ভসংখ্যা কর একত্রিত।।

পাঁচের পিঠেতে পাঁচ পঞ্চান্ন জানিবে।

উক্ত যোগফল যাহা যোগ করি লবে।।

অতঃপর পাবে যাহা আট ভাগ করো।

এক তিন পাঁচ ভাগ শেষ পুত্র ধরো।।

দুই চারি ছয় হলে কন্যা লাভ হয়।

শূন্য সাতে গর্ভপাত হইবে নিশ্চয়।।

মনে করো পাঁচ মাস গর্ভ অবলার।

পুত্র বা কন্যা বলো হইবে তাহার।।

নামের অক্ষর সংখ্যা তিন অবলাতে

গর্ভ পাঁচ মাস পাঁচ যোগ দাও তাতে

তিন পাঁচ যোগ দিলে ফল আট হয়

পঞ্চান্ন আটেতে তেষট্টি মোট হয়

আট ভাগে থাকিবে বাকী সাত

অতএব অবলার হবে গর্ভপাত।।

হিসাব :–

অবলার অক্ষর সংখ্যা ৩ + গর্ভের মাস সংখ্যা ৫ = ৮, ৫৫ + ৮ = ৬৩/৮ = ৭, ভাগশেষ ৭, অতএব অবলার গর্ভপাত হইবে।

২.

যত মাসের গর্ভ নারী নাম য’ অক্ষর।

যত জন শুনে পক্ষ দিয়ে এক কর।।

সাতে হরি চন্দ্র নেত্র বাণ যদি রয়।

ইথে পুত্র পরে কন্যা জানিবে নিশ্চয়।।

ব্যাখ্যা-

গর্ভিণীর নাম অক্ষর সংখ্যা সনে।

যে কয় মাসের গর্ভ তাহার মিলনে।।
যত জন গণনার সমক্ষে উপস্থিত।
অতিরিক্ত দুই যোগ কর একত্রিত।।
সাত দিয়া ভাগ করি ভাগশেষ দেখো।
এক, তিন, পাঁচ, যদি পুত্র জেনে রাখ।।
অন্যরূপ হ’লে কন্যা জনমে তাহার।
মন দিয়া শুন এই বচন খনার।।
সাতমাস গর্ভ যেন ধরে সুনয়নী।
পুত্র কি কন্যা হবে বল দেখি গণি।।
দুইজন আছি তথা তুমি আর আমি।
কি হইবে শীঘ্র তবে বলো দেখি তুমি।।
চারিটি অক্ষর সুনয়নী নামে পাই।
সাতমাস গর্ভ, সাত যোগ কর তাই।।
আমরা দু’জন দুই যোগ করো তাতে।
অতিরিক্ত দুই পুনঃ হইবে মিলাতে।।

সর্বশুদ্ধ যোগফলে মিলিল পনেরো।

সাত ভাগ করি এক ভাগশেষ ধরো।।

অতএব সুনয়নীর পুত্র হবে কোলে।

খনার এ গণনা ভাই বুঝহ সকলে।।

হিসাব :–

সুনয়নী নামের অক্ষর সংখ্যা – ৪ + গর্ভমাসের সংখ্যা – ৭ + শ্রোতা তুমি আর আমি দুইজন – ২ + অতিরিক্ত দুই – ২ = মোট ১৫

যেহেতু — ১৫/ ৭ = ২, ভাগশেষ ১, অতএব পুত্র

৩.

গ্রাম গর্ভিণী ফলে যুতা।

তিন দিয়ে হরো পুতা।।

একে সুত দু'য়ে সুতা।

শূন্য হলে গর্ভ মিথ্যা।।

এ কথা যদি মিথ্যা হয়।
সে ছেলে তার বাপের নয়।।

ব্যাখ্যা–

যে গ্রামে বাস তার নামাক্ষর যত।
গর্ভিণীর নামাক্ষর করহ মিলিত।।
প্রশ্নকর্তা যে এক ফলের নাম নেবে।
সেই ফলের নামের অক্ষর লইবে।।
যোগ করি তিন দিয়া করিবে হরণ।
হরণান্তে এক শেষে পুত্রের গণন।।
দুই শেষে কন্যা জান শূন্যে গর্ভে নয়।
খনার বচন ইহা জানিও নিশ্চয়।।
এই গণনার ভুল নাহি হতে পারে।
অন্যথায় সে ছেলেকে জন্ম দিছে পরে।।
বালীগ্রামে বাড়ী নাম আভারাণী তার।
প্রশ্নকর্তা যে নাম করিল তাহার।।

বলো দেখি পুত্র কি কন্যা তাহার হইবে।

কেমনেতে প্রশ্নফল জানিতে পারিবে।।

বালী আভারাণী আর আতা নাম হয়।

অক্ষরের সংখ্যা মোট আটটি তো হয়।।

তিন দিয়া হর ভাই দুই বাকি রবে।

অতএব গর্ভিণীর কন্যা লাভ হবে।।

হিসাব :—

বালীগ্রাম, অতএব গ্রামের অক্ষর সংখ্যা — ২ + আভারাণী নামের অক্ষর সংখ্যা – ৪ + ফলের নাম আতা অতএব অক্ষর সংখ্যা – ২ = মোট ৮

৮ / ৩ = ২, ভাগশেষ ২, অতএব আভারাণীর কন্যা হইবে।

৪.

নামে মাসে করি এক।

তার দ্বিগুণ করে দেখ।।

সাতে পুরি আটে হরি।
সমে পুত্র বিষমে নারী।।

ব্যাখ্যা-

অন্তঃসত্ত্বা যে রমণী নামাক্ষর যত।
যে কয় মাসের গর্ভ করো একত্রিত।।
দ্বিগুণ করিয়া তাতে সাত যোগ দিযে।
আট দিয়া সেই সমষ্টি ভাগ করিবে।।
সম অঙ্ক যদ্যপি বাকীতে থাকে তবে।
পুত্র হবে অন্যথায় কন্যা জন্ম লবে।।
চারি মাস জেনো গর্ভবতী কুন্তলিনী।
কি আছে গর্ভেতে তার বল দেখি গণি।।
চারিটি অক্ষর কুলিনী নাম আছে।
মাস সংখ্যা চারি তাতে মিলিত হয়েছে।।
যোগ করি পাই আট দ্বিগুণ করিলে।
ষোল হয় দেখহ তাহার গুণফলে।।

তাতে সাত যোগ করি তেইশ হইবে।

আট দিয়া ভাগ কর ফল বুঝা যাবে।।

বিষম অঙ্ক তো তাতে দেখিতেছি বাকী।

অতএব কন্যাপ্রাপ্ত হবে বিধুমূখী।।

হিসাব :—

কুন্তলিনী নামের অক্ষর সংখ্যা – ৪ + মাসের সংখ্যা – ৪ = মোট ৮

৮x২ = ১৬ + ৭ = ২৩, ২৩ / ৮ = ২, ভাগশেষ ৭ বিষম অঙ্ক (বিজোড়) অতএব কুলিনীর কন্যা হইবে।

৫.

ফাল্গুনে রোহিণী যত্নে চাই।

আগামী বৎসর গণিয়া পাই।।

সপ্তমী অষ্টমী হয় ধান।

নবমীতে বন্যা, দশমীতে নির্মুল পাতান।।

ব্যাখ্যা–

ফাল্গুনে রোহিণী যেই দিনে দেখা দিযে।
সপ্তমী অষ্টমী তিথি হলে শস্য হবে।।
নবমী পড়িলে বন্যা হবে তার ফলে।
খড় না সঞ্জাত হয় দশমী পড়িলে।।

৬.

ডাক দিয়ে বলে মিহিরের স্ত্রী, শুন পতির পিতা।
ভাদ্র মাসে জলের মধ্যে নড়েন বসুমাতা।।
রাজ্য নাশ, গো-নাশ, হয় অগাধ বান।
হাতে কাঠা গৃহী ফেরে, কিনতে না পায় ধান।।

ব্যাখ্যা–

ভাদ্রে জল মধ্যে যদি ভূমিকম্প হয়।
সেবার রাজ্যের মধ্যে অশুভ নিশ্চয়।।
গো-নাশ, ধান্যের নাশ, নিশ্চয় জানিবে।

হইবে অগাধ বান সব ভেসে যাবে।।

৭.

শয়ন উত্থান পাশমোড়া।

তার মধ্যে ভীমা ছোঁড়া।।

দুই ছেলের জন্মতিথি।

অষ্টমী নবমী দু'টি।।

পাগলার চৌদ্দ পাগলীর আট।

এই নিয়ে কাল কাট।।

ব্যাখ্যা–

শয়ন উত্থান আর পার্শ্ব একাদশী।

শ্রীরাম নবমী আর শিব চতুর্দশী।।

ভীম একাদশী জন্মাষ্টমী।

ধর্মার্থে উপবাস করো বাপু তুমি।।

এই কয় দিনেতে যে উপবাস করে।

বহু পুণ্যফল সেই লভে লোকান্তরে।।

৮.

মধুমাসে ত্রয়োদশ দিনে রয় শনি।

খনা বলে সে বৎসর হবে শস্য হানি।।

ব্যাখ্যা–

চৈত্রেতে ত্রয়োদশ দিবসে যে বৎসর।

শনি করে অবস্থান হানি তো বিস্তর।।

শস্যশূন্য বসুন্ধরা দৃষ্ট তবে হয়।

খনার বচন ইহা মিথ্যা কভু নয়।।

৯.

পাঁচ রবি মাসে পায়।

ঝরা কিংবা খরায় যায়।।

ব্যাখ্যা–

যে বৎসর একমাসে পাঁচ রবিবার।

অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি হয় ফল তার।।
বড় অলক্ষণ ইহা অমঙ্গল কারণ।
ব্রাহ্মণ সজ্জনে দান করহ কাঞ্চন।।

১০.

মধুমাসে প্রথম দিবসে হয় যেই বার।
রবি শোষে, মঙ্গল বর্ষে, দুর্ভিক্ষ বুধবার।।
ব্যাখ্যা–
চৈত্রের প্রথম দিন যদি রবি হয়।
অনাবৃষ্টি সে বৎসর কেবা করে নর।।
মঙ্গল যদ্যপি তবে সুবর্ষা হইবে।
বুধবার পড়ে যদি দুর্ভিক্ষ ঘটিবে।।

১১.

সোমে শুক্রে গুরু আর।
পৃথ্বী মা সয় শস্যের ভার।।

পাঁচ শনি পায় মীনে।

শকুনি মাংস না খায় ঘৃণে।।

ব্যাখ্যা–

সোম, শুক্র, হলে বহু শস্য হবে তাতে।

পাঁচ শনি এক চৈত্রে মরি মড়কেতে।।

তৃতীয় অধ্যায়

(যাত্রাকালে শুভ লক্ষ্মণ – যাত্রার শুভ ও অশুভ নির্দেশ, নক্ষত্রগণনা ও তিথিগণনা – দম্পতির মধ্যে অগ্রপশ্চাৎ মৃত্যুগণনা – জন্মলগ্নের শুভাশুভ – চন্দ্রগ্রহণ ও পরমায়ুগণনা ও প্রশ্নগণনা ইত্যাদি)

১.

শূন্য কলসী শুক্ না না।

শুক্ না ডালে ডাকে কা।।

যদি দেখ মাকুন্দ চোপা।

এক পাও না বাড়াও বাপা।।

খনা বলে এরেও ঠেলি।

যদি না দেখি সম্মুখে তেলী।।

ব্যাখ্যা–

যখন কোন স্থানেতে যাত্রা করিবে।

ডাকে শূন্য কুম্ভ, শুষ্ক নৌকা যদি দেখিবে।।
কিংবা শুষ্ক ডালে যদি কাক ডাকে শুন।
মাকুন্দ লোক যদি দেখ ভাই কোন।।
এক পদ না বাড়াবে না যাইবে আর।
মন দিয়া শুন সবে নিষেধ খনার।।
খনা বলে এর চেয়ে তেলী ভয়ঙ্কর।
দেখিলে তাহারে নাহি হবে অগ্রসর।।

২.

ভরা হ’তে শূন্য ভাল যদি ভরতে যায়।
আগে হ’তে পিছে ভাল যদি ডাকে মায়।।
মরা হ’তে জ্যান্ত ভাল যদি মরতে যাবে।
বাঁয়ে হ’তে ডাইনে ভাল যদি ফিরে চাবে।।
বাঁধা হ’তে খোলা ভাল মাথা তুলে চাইলে।
হাসা হ’তে কাঁদা ভাল বামেতে দিলে।।

ব্যাখ্যা–

শূন্য কুম্ভ যাত্রাকালে ঘটে অমঙ্গল।
কিন্তু শুভ তাহাতে আনিতে গেলে জল।।
যাত্রাকালে পশ্চাতে ডাকিলে মন্দ বটে।
মাতায় ডাকিলে কিন্তু শুভ তার ঘটে।।
কি গঙ্গাযাত্রা করে।
যাত্রাকালে মন্দ দেখিলে তাহারে।।
কিন্তু যদি ফিরে চেয়ে যায় যেতে যেতে।
দক্ষিণে শৃগাল ভাল সেই অবস্থাতে।।
ছাড়া গরু যেতে দর্শন করিলে।
বড় অমঙ্গল তাহে বড় মন্দ ফলে।।
কিন্তু ভাল মুখ তুলে বারেক দেখিলে।
তার চেয়ে শুভ আর কিছুতে না ফলে।।
যাত্রাকালে ক্রন্দনের ধ্বনি ভীতিকর।
বামেতে কাঁদিলে কিন্তু সুখের আকর।।

৩.

মঙ্গলের ঊষা বুধে পা।

যেথা ইচ্ছা সেখা যা।।

ব্যাখ্যা–

মঙ্গলের নিশি অবসান যেই মাত্র।

বুধের প্রারম্ভে যাত্রা করহ সর্বত্র।

৪.

রবি গুরু মঙ্গলের ঊষা।

আর সমস্ত ফাসাফুসা।।

ব্যাখ্যা–

রবি, বৃহস্পতি আর কুজের ঊষার।

নির্ভয়ে যাইতে পার বাসনা যথায়।।

দেখিতে হবে শুভক্ষণ এই তিনে।

সদা শুভ জানো ইহা খনার বচনে।।

৫.

ডাকে পাখী না ছাড়ে বাসা।

উড়িয়ে বৈসে খাবে হেন আশা।।

ফিরে যায় বাসে না পায় দিশা।

উড়ে পাখী খায় না।

তখনি কেন যায় না।।

ব্যাখ্যা–

রাত্রি শেষ সময় বিহঙ্গমুকুল।

নীড়ে বসি ছাড়ে স্বর খাইতে ব্যাকুল।।

উড়িতে বাসনা নাহি উড়িবারে পারে।

চারিদিকে তখনো আবৃত অন্ধকারে।।

যদি উড়ে ফিরে পুনঃ হারাইয়া দিশা।

খনা বলে সেই সময় ঊষা।।

৬.

দ্বাদশ অঙ্গুলী কাঠি।
সূর্য্যমন্ডলে দিয়া দিঠি।।
রবি কুড়ি সোমে ষোল।
পঞ্চদশ মঙ্গলে ভাল।।
বুধ এগার বৃহস্পতি বার।
শুক্র চৌদ্দ শনি তের।।
হাঁচি জেঠী পড়ে যবে।
অষ্টগুণ লভ্য হবে।।

ব্যাখ্যা–

সূর্যকিরণে অনাবৃত স্থানে
পোঁত কাঠি দ্বাদশ অঙ্গুলী পরিমাণে
দেখ ক’ অঙ্গুলী পরিমিত ছায় পড়ে
তা বুঝে করহ যাত্রা এক একবারে
রবিবারে বিশাল পরিমিত হলে
ষোড়শ আঙ্গুল সোমবারে যাত্রাকালে

মঙ্গলে পনের আঙ্গুল বুধে একাদশ

বৃহস্পতিবারে বারো শুক্রে চতুর্দশ

শনিবারে ত্রয়োদশ হ’লে তবে যাও

মনের আনন্দে শুভফল গিয়া পাও

যাত্রাকালে হাঁচি জেঠী পড়ে যদি আর

অষ্টগুণ লভ্য তাহে জানিবে তোমার।।

৭.

তিথি বার স্ব-নক্ষত্র মাসের যতদিন।

একত্র করিয়া তারে সাত কর হীন।।

একে শুভ দুয়ে লাভ তিনে শত্রুক্ষয়।

চতুর্থেতে কার্যসিদ্ধি পঞ্চমে সংশয়।।

ষষ্ঠে মৃত্যু শূন্য হলে পায় বহু দুঃখ।

খনা বলে যাত্রায় কভু নহে সুখ।।

ব্যাখ্যা–

যে দিন করিতে যাত্রা সঙ্কল্প করিবে।
যে তিথি যে বার দিন সংখ্যা যোগ দিবে।।
আপন জন্মনক্ষত্রের সংখ্যা যত হয়।
করহ সমস্ত এক সংখ্যা সমুদয়।।
সাত দিয়া ভাগ করি দেখো তারপর।
এক ভাগশেষে হয় অথি শুভকর।।
দুই হ'লে লভ্য তার শত্রুক্ষয় তিনে।
চার হ'লে কার্যসিদ্ধি সংশয় পঞ্চমে।।
ছয় ভাগশেষে মৃত্যু নিকটে তো জানি।
শূন্যে বহু দুঃখ পায় দিবস রজনী।।
মনে কর ফাল্গুনমাস চৌদ্দ তারিখেতে।
বুধবার যাবে কেহ অষ্টমী তিথিতে।।
জন্মতারা অশ্বিনী তাহার আছে জানা।
শুভ কি অশুভ তা কর দেখি গণনা।।
মাস সংখ্যা একাদশ বার তিথি দিরে।

তারিখের চৌদ্দ তায় নক্ষত্র মিলায়ে।।

যোগফল আটত্রিশ পেতেছি যখন।

সাত দিয়া কেন বা না করিব হরণ।।

ভাগশেষ তিন অতএব শত্রুক্ষয়।

এ যাত্রায় মঙ্গল নাহিক সংশয়।।

হিসাব :—

মাসের সংখ্যা – ১১ + তারিখ সংখ্যা – ১৪ +
বারের সংখ্যা – ৪ + তিথি সংখ্যা – ৮ +
জন্মনক্ষত্র অশ্বিনী সুতরাং – ১ = ৩৮

৩৮/৭ = ৫, ভাগশেষ ৩, ফল শুভ, শত্রু ক্ষয়।

৮.

মাস নক্ষত্রে তিথি যুতা।

তা দিরে হয়রে পুতা।।

কৃষ্ণে দশে শুক্লে এগারো।

ইহা দিয়া নক্ষত্র সারো।।

ব্যাখ্যা–

বৈশাখের ষটক নক্ষত্রেসে বিশাখা।
জ্যৈষ্ঠে জ্যৈষ্ঠা, মাঘে মঘা, কার্তিকে কৃত্তিকা।।
ফাল্গুনে পূর্ব ফাল্গুনী, চৈত্রে চিত্রা আর।
পৌষে পুষ্য, অগ্রহায়ণে মৃগশিরা তার।।
ভাদ্রে পূর্বভাদ্রপদ, আশ্বিনে অশ্বিনী।
আষাঢ়ে পূর্বাষাঢ়া, শ্রাবণে শ্রাবণী।।
নক্ষত্র গণনা সাধ যদ্যপি মতির।
ষটক নক্ষত্র অগ্রে করিবেক স্থির।।
মাসের ষটক নক্ষত্রের সংখ্যা যত।
তিথি সংখ্যা তার সহ করহ মিলিত।।
কৃষ্ণ পক্ষ হলে দশ যোগ কর পুনঃ।
একাদশ ও শুক্লেতে যুক্ত হবে জেনো।।
সমষ্টি সাত দিয়া করিবে হরণ।
অবশিষ্ট থাকিবে যা নক্ষত্র গণন।।

মনে কর বিশাখা সংখ্যা ষোল।

সপ্তমীর সাত তাহে যোগ দিয়া ফেল।।

শুক্লপক্ষে সুতরাং আর এগার নাও।

একত্র করিয়া মোট চৌতিরিশ পাও।।

পরে সাতাইশ দিয়া ভাগ তারে করো। বাকী সাত পুনর্বসু নক্ষত্র সে ধরো।।

ত্র সে ধরো।।

হিসাব

বৈশাখের ষটক বিশাখার সংখ্যা – ১৬ + সপ্তমী তিথি – ৭ + শুক্লপক্ষ হেতু অতিরিক্ত – ১১ + = মোট ৩৪

৩৪/২৭ = ১ ভাগশেষ ১, অতএব পুনর্ব্বসু নক্ষত্র।

৯.

খালি ছাগলা বৃষে চাঁদা।

মিথুনে পুরিয়ে বেদা।।

সিংহে বসু কর কি ব’সে।
আর সব পুরিয়ে দ্বাদশে।।

ব্যাখ্যা–

বৎসরের প্রথমেতে যে তিথি হইবে।
মাসের যে তারিখেতে তিথিটি জানিবে।।
করহ একত্র পরে বৈশাখ হইলে।
শূন্য সংখ্যা যোগ তাতে আট তাহা হ’লে।।
জ্যৈষ্ঠ হ’লে এক আষাঢ়েতে সংখ্যা চার।
ভাদ্র মাসেতে আট সঙ্কেতে তাহার।।
অন্যান্য মত তাহার দশ সবে দিবে।
এইরূপ যোগ করি সমষ্টি যা হবে।।
প্রতিপদ হ’তে তিথি আছয়ে যে যত।
এক হতে তিরিশ যাবৎ গণ তত।।
বর্ষের প্রথম দিন যে পক্ষেতে রয়।
সেই পক্ষ ধরি হয় তিথির নির্ণয়।।

পহেলা বৈশাখ কৃষ্ণা সপ্তমী আছিল।
দশই ভাদ্রেতে বল কি তিথি হইল।।
প্রথম দিনের সপ্তমীর সংখ্যা সাত।
দশই ভাদ্রের সংখ্যা কর পাত।।
সাত দশ সতের একুনে যদি পাই।
ভাদ্রমাস হেতু আট যোগ তাতে চাই।।
একুশে পঁচিশ পুনঃ হইল এবার।
পক্ষের পনের বাদে দশ থাকে আর।।
উত্তর দশমী তিথি বুঝ মতিমান।
খনার বচন ইহা নাহি হয় আন ।।
প্রথম বৈশাখ কৃষ্ণপক্ষেতে আছিল।
শুক্লপক্ষীয় দশমী কাজেই হইল।।
কৃষ্ণপক্ষের পনেরো দিন দিছি বাদ।
শুক্লপক্ষ সুতরাং কি তার প্রমাদ।।
ছাগলার মেঘ বুঝি বৈশাখের মাসে।

খালি অর্থে শূন্য বুঝি জ্যৈষ্ঠ বুঝি বৃষে।।

চাঁদা এক মিথুন আষাঢ় বেদা চার।

সিংহ অর্থে ভাদ্র বসু আট বুঝ সার।।

হিসাব :—

প্রথম দিনের সপ্তমীর সংখ্যা – ৭ + দশই ভাদ্রের – ১০ + ভাদ্রমাস হেতু অতিরিক্ত – ৮ = মোট ২৫

২৫ – কৃষ্ণপক্ষীয় ১৪ দিবস = ১১, অতএব শুক্লপক্ষীয় দশমী উত্তর

১০.

অক্ষয় দ্বিগুণ চৌগুণ মাত্রা।

নামে মানে করি সমতা।।

তিন দিরে হরে আন।

তাহে মরা বাঁচা জান।।

এক শূন্যে মরে পতি।।

দুই রহিলে মরে যুবতী।।

ব্যাখ্যা–

দম্পতির মধ্যে কে মরে আগে কে পিছে।

শুনহ জানিতে সাধ যাহার হয়েছে।।

উভয়ের নামের অক্ষর সংখ্যা দুনো।।

চতুগুণ মাথা, নাহি কম হয় জেনো।।

একত্র করিয়া তিন দিয়া আন হরে।

ভাগশেষ এক হলে পতি আগে মরে।।

দুই যদি হয় স্ত্রীর মৃত্যু আগে হয়।

খনার বচন মিথ্যা হইবার নয়।।

পতি সৃষ্টিধর যেন, স্ত্রী কুন্দনন্দিনী।

কে আগে মরিবে তব বল দেখি শুনি।।

অক্ষরের সংখ্যা নয় দ্বিগুণ আঠার।

মাত্রা পাঁচ মোট চতুগুণ বিশ ধর।।

আঠার বিশেতে আটতিরিশ তো হয়।

তিন দিয়া ভাগ কর দুই বাকী রয়।।

অতএব অগ্রে হবে স্ত্রীর মরণ।

অকাট্য জানিবে মনে খনার বচন।।

হিসাব;—

সৃষ্টিধর + কুন্দনন্দিনী = নয়টি অক্ষর দ্বিগুণ করিয়া ১৮,

অ—অ—-অ—ই—ঈ—-পাঁচ মাত্রা চতুগুণ করিয়া ২০ =মোট ৩৮

৩৮/৩ = ১২, ভাগশেষ ২, অতএব পত্নী অগ্রে মরিবে

১১.

সূর্য কুজে রাহু মিলে।

গাছের দড়ি বন্ধন গলে।।

যদি রাখে ত্রিদশনাথ।

তবু সে খায় নীচের ভাত।।

ব্যাখ্যা–

জন্মলগ্ন সূর্য কুজে রাহু মিলে যার।

নিঃসংশয় উদ্বন্ধনে মৃত্যু হয় তার।।

দেবরাজ ইন্দ্রও যদ্যপি রক্ষা করে।

তথাপি নীচের অন্ন খেতে হবে তারে।।

দুঃখের তাহার নাহি অবধি থাকিবে।

এমন দুঃখেতে সেই কাল কাটাইবে।।

১২.

খনা কয় বরাহেরে কেন লগ্ন দেখ।

লগ্নে সপ্তম ঘরে গ্রহ কোন এক।।

আছে শনি সপ্তম ঘরে।

অবশ্য তারে খোঁড়া করে।।

থাকয় রবি ভ্রমায় ভূমন্ড।

চন্দ্র থাকয়করে নব খন্ড।।

মঙ্গল থাকে করে খন্ড খন্ড।
অস্ত্রাঘাতে যায় তার মুন্ড।।
থাকে বুধ বিষয় করায়।
গুরু শুক্র থাকে বহু ধন পায়।।
অগ্নে আঁকা লগ্নে বাঁকা।
লগ্নে দি ভানুতনুজা।।
লগ্নের সপ্তম অষ্টমে থাকে পাপ।
মরে জননী পীড়ে বাপ।।

ব্যাখ্যা–

লগ্নের সপ্তম ঘরে থাকে যদি শনি।
অবশ্য খোঁড়া সে হয় স্থির ইহা জানি।।
রবি যদি সপ্তমেতে পর্যটক হবে।
উদাসীন প্রায় সেই পৃথিবী ঘুরিবে।।
থাকে শশী রাজদন্ড করিবে ধারণ।
মঙ্গল সপ্তমে অস্ত্রে যাইবে জীবন।।

বুধ যার সম্পত্তি বিস্তর তার হবে।
গুরু শুক্র সপ্তমেতে বহু ধন দিবে।।
কভু ভাল কভু মন্দ লগ্নে থাকে শনি।
অবস্থা বিশেষে তার ব্যবস্থা তো জানি।।
সপ্তমে অষ্টমে কেতু কিংবা থাকে রাহু।
মরে মাতা পিতা তার পায় দুঃখ বহু।।

১৩.

যে যে মাসে যে যে রাশি।
তার সপ্তমে থাকে শশী।।
সেই দিনে হয় পৌর্ণমাসী।
অবশ্য রাহু গ্রাসে শশী।।
দুই তিন পাঁচ ছয়।
একাদশে দেখতে হয়।।
ব্যাখ্যা–

মেষ বৈশাখের রাশি বৃষ সে জৈ্যেষ্ঠের।
আষাঢ়ের মিথুন রাশি কর্কট শ্রাবণের।।
ভাদ্রে সিংহ রাশি জানা কন্যা আশ্বিনে।
কার্তিকের তুলা রাশি বৃশ্চিক অগ্রাণে।।
মাঘ মাসে মকর রাশির অধিকার।
ফাল্গুনে কুম্ভ চৈত্রে মীন জান সার।।
যে রাশির মাস চন্দ্র সে রাশি হইবে।
থাকে যদি দেখ ইহা সপ্তম ঘরেতে।।
সেই পূর্ণিমার হবে চন্দ্রর গ্রহণ।
নিশ্চয় কে হেন নর করয়ে বারণ।।
দ্বিতীয় চন্দ্র হইবেক যার।
পঞ্চম কি ষষ্ঠ কিংবা একাদশ আর।।
সে সেই বার দেখিবেক সে গ্রহণ।
অন্যে কদাচন নাহি করিবে দর্শন।।

১৪.

কিসের তিথি কিসের বার।

জন্ম নক্ষত্র করি সার।।

কি করো শ্বশুর মতিহীন।

পলকে জীবন পাবে যেদিন।।

ব্যাখ্যা–

যে নক্ষত্রে ভূমিষ্ট হইবে সে হাস্যানন।

তদবধি বাকী তার যত পরিমাণ।।

প্রতি পলে বারো দিন ধরিয়া তাহার।

পায় আয়ু নহে মিথ্যা বচন খনার।।

মনে কর দশ দন্ড মাত্র আর আছে।

বিশাখা নক্ষত্রে এক জন্মেছে।।

ষাট পলে এক দন্ড পুরো দশ ষাটে।

গুণফল ছয়শত বটে কিনা ঘটে।।

প্রতি পল বারো দিয়া পুরো।

সাত হাজার দু’শত গুনফল ধরো।।

তিনশত ষাটি দিন বৎসরেতে।

বিশ বৎসর শিশু জীয়িবে ধরাতে।।

হিসাব;—-

৬০ পলে এক দন্ড, অতএব ১০ X ৬০ = ৬০০০ পল

প্রতি পলে বারো দিন, অতএব ৬০০ X ১২ = ৭২০০ দিন।

৩৬০ দিনে বৎসর, অতএব ৭২০০ / ৩৬০ = ২০

২০ বৎসর বালকের পরমায়ু হইবে

১৫.

সাত পাঁচ তিন কুশল বাত।

নয়ে একে হাতে হাত।।

কি করবে ছটে চটে।

কার্যনাশ দুয়ে আটে।।

ব্যাখ্যা–

প্রশ্নকর্তা শ্রোতা দুইজনের নামাক্ষর।

তিথি দশ দিন যার সংখ্যা একত্রিত কর।।

নক্ষত্রের সংখ্যা শূন্য যোগ তার দিয়া।

কত বাকী দেখ শেষে বিভাগ করিয়া।।

সাত পাঁচ তিন যদি থাকে ভাগশেষ।

সংবাদ মঙ্গল তারা জানিবে বিশেষ।।

এক কিংবা নয় যদি বাকী থাকিবেক।

অচিরে প্রত্যক্ষ ফল প্রাপ্ত হইবেক।।

ছয় চারি অবশেষে বুঝিবে বিফল।

দুই আটে কার্য নষ্ট হইবে সকল।।

অরিন্দম জিজ্ঞাসিল শ্রীমধুসূদনে।

কার্য মম শুভ কি অশুভ দেহ গণে।।

দোসরা বৈশাখ, তিথি প্রতিপদ জেনো।

অশ্বিনী নক্ষত্র আর সোমবার গণণা।।

নমের অক্ষর সংখ্যা দশ দু’জনার।

দাও মাস তিথি তারা আর বার।।

মাস এক তিথি এক তারা এক পাই।

বার দুই একুনেতে পাঁচ সংখ্যা পাই।।

নামাক্ষর সংখ্যা দশে যোগ ইহা করো।

যোগফল তাহলেই হইল পনেরো।।

দশ দিয়া পনেরোয় করিলে হরণ।

ভাগশেষ পাঁচ হলো করহ দর্শন।।

অতএব সংবাদ মঙ্গল — কার্য শুভ।

ইহাতে নিশ্চয় কিছু হইবেক লভ্য।।

হিসাব :—

অরবিন্দ ও শ্রীমধুসূদনের অক্ষর – ১০ + মাস বৈশাখ, অতএব – ১ + তিথি প্রতিপদ, অতএব -১ + নক্ষত্র অশ্বিনী, অতএব -১ + সোমবার, অতএব – ২ = মোট ১৫ জন

১৫/১০ = ১ ভাগশেষ ৫, অতএব শুভ